১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ
জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
পোঃ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, সাভার, ঢাকা

বিষয়ঃ অরুনাপল্লী (জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ) এর ২০২৩-২৪ বৎসরের আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা প্রতিবেদন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের নিয়োগপত্রের মোতাবেক অরুনাপল্লী (জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ) এর ২০২৩-২৪ বৎসরের আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো।

প্রেক্ষাপটঃ

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ (পরবর্তীতে "সোসাইটি" বা "অরুণাপল্লী" উল্লেখিত) বাংলাদেশ সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং বাংলাদেশ সমবায় সমিতি সংশোধন আইন ২০০২ ও ২০১৩ এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে যার রেজিস্ট্রেশন নং ১৩৯৫ তারিখ ২৭/০৬/১৯৭৫।

সোসাইটির নিবন্ধিত অফিসটি উপজেলা - সাভার, জেলা - ঢাকা, পোস্ট অফিস - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পোস্ট কোড - 1342, বাংলাদেশ এর অধীনে অরুণাপল্লীতে অবস্থিত।

সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য সোসাইটির আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনার জন্য J U Ahmed & Co., Chartererd Accountants (পরবর্তীতে "ফার্ম" উল্লেখিত) কে নিযুক্ত করেছেন।

কার্যপ্রণালীঃ

১। সোসাইটি এর হিসাব রক্ষণ শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত লেনদেন ও হিসাব বিবরণীর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২। উক্ত লেনদেনসমূহ সংযুক্ত নথি/দলিলাদির সাথে নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্য বিবরণী সমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে লেনদেনের অনুমোদনগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে।

৪। সোসাইটির হিসাব রক্ষণ শাখার কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক অধিকতর নথি/ দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫। অডিট সম্পর্কিত উপকমিটির আহবায়কের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে।

৬। অডিট ফার্ম এর পার্টনার সোসাইটির অফিসে অডিট কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে অডিট টিমের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন ও অডিট সম্পর্কিত উপকমিটির আহবায়কের সাথে কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রতিবেদনের ব্যবহারঃ

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সোসাইটির সদস্যদের জন্য প্রস্তুতকৃত। যদি এই প্রতিবেদনটি কোনো তৃতীয় পক্ষের সাথে শেয়ার করতে চান, তাহলে আপনি আমাদের এবং সেই তৃতীয় পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি না করেই তা করবেন। এই প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে নেওয়া যে কোন সিদ্ধান্ত উক্ত তৃতীয় পক্ষ তাদের নিজের ঝুঁকিতে করবেন। J U Ahmed & Co., Chartered Accountants এই প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব বা দায় তাদের কাছে স্বীকার করে না।

এই প্রতিবেদনের সমস্ত অংশ এর বিষয়বস্তু বোঝা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য অবিচ্ছেদ্য; সম্পূর্ণ প্রতিবেদনের উল্লেখ ব্যতীত কোন অংশকে প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়া, ব্যবহার করা বা নির্ভর করা যাবে না।

সীমাবদ্ধতাঃ

১। অডিট টিম সোসাইটির হিসাবরক্ষণ শাখার কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের উপর নির্ভর করেছে। যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়জ তথ্য উপাত্ত ছিল না, অডিট টিম যথাযথ কার্য পদ্ধতি সম্পাদন করতে অক্ষম ছিল।

২। বিভিন্ন ব্যয় এবং ব্যয়ের যৌক্তিকতা ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে বলে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে। অডিট টিম শুধুমাত্র এই লেনদেনের প্রামাণ্য প্রমাণ এবং যথাযথ অনুমোদন পরীক্ষা করেছে।

৩। অডিট টিম পেশাদার দক্ষতা এবং যথাযথ যত্নের সাথে প্রযোজ্য সেখানে পেশাদার সংশয়বাদ (Professional Skepticism) অনুশীলন করেছে। এতদ সত্ত্বেও একটি সম্ভাবনা থাকে যে প্রতারণামূলক কার্যকলাপগুলি বিশেষ করে যেগুলির সাথে যোগসাজশ জড়িত, তথ্যউপাত্তের ইচ্ছাকৃত ভুল উপস্থাপনা, নগদ আত্মসাৎ, ব্যয়ের অতিরিক্ত বিবরণী ইত্যাদি অডিট টিমের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সনাক্ত করা যায় না।

৪। JU Ahmed & Co., Chartered Accountants বা এই রিপোর্টে স্বাক্ষরকারী বা এর সাথে যুক্ত কোনো ব্যক্তিকে এই প্রতিবেদনের কারণে সাক্ষ্য প্রদান বা আদালতে বা অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়ায় উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রদান করা যাবে না।

৫। আরও তদন্তের ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টারি প্রমাণ সংরক্ষণ করা ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। অডিট টিম শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নথি/ তথ্য-উপাত্ত এর কপি সংগ্রহ করেছে।

বর্তমান বৎসরের বিশদ পর্যবেক্ষণ সমূহঃ

বর্তমান বছরের কাজের আওতায় অডিট টিম নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন করে এবং ততঃসংযুক্ত পর্যবেক্ষণসমূহ নথিভুক্ত করে, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কার্যকরী দক্ষতার উপর বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে।

১. অডিট টিম ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সকল পে অর্ডারের সঙ্গে নগদান বহি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং মিনিটস পর্যালোচনা করে খরচ অনুমোদনের যথার্থতা বিচার বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ করেছে। এর মাধ্যমে, ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি বা অসংগতি আছে কি না, তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণঃ

সামান্য কিছু পোস্টিং ত্রুটি এবং কিছু সাপোর্টিং ডকুমেন্ট ঘাটতি ছাড়া, অডিট টিম পর্যবেক্ষণ করেছে যে পে অর্ডারের মাধ্যমে সম্পাদিত ব্যয়গুলো ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং অনুমোদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে, কিছু বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয়ের পরিবর্তে অগ্রিম পরিমাণ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা আর্থিক রেকর্ডের নির্ভুলতায় সামান্য প্রভাব ফেলেছে। এই ত্রুটিগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সংশোধন করলে, ব্যয়ের রেকর্ড আরও নির্ভুল এবং স্বচ্ছ করা সম্ভব হবে।

সামগ্রিকভাবে, হিসাবরক্ষণ শাখা পূর্ববর্তী অডিট প্রতিবেদনে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে ব্যয়ের রেকর্ড সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিয়েছে। তাদের এই সচেতন প্রচেষ্টা আর্থিক তথ্যের স্বচ্ছতা, সঠিকতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি প্রতিষ্ঠানের সুশাসনকে আরও সুসংহত করেছে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে।

২. অডিট টিম হিসাবরক্ষণ শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত থেকে মাসিক ব্যাংক রিকন্সিলিয়েশন বিবরণী সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিবরণীর সঙ্গে ক্রস চেক করেছে।

পর্যবেক্ষণঃ

হিসাবরক্ষণ শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ব্যাংক পুনর্মিলন বিবরণী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা আর্থিক রেকর্ডের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে কোনো তথ্য যাচাই বা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

৩. অডিট টিম সমিতির সদস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকার রশিদসমূহ ব্যাংক জমার সাথে এবং পরবর্তীতে সদস্য রেজিস্টারে আদায়ের এন্ট্রি রেকর্ডের সাথে যাচাই করেছে।

পর্যবেক্ষণঃ

পূর্ববর্তী বৎসরের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সদস্য রেজিস্টার থেকে মোট বকেয়ার সারসংক্ষেপ সেই সময়ে সহজলভ্য ছিল না।

তবে, বর্তমান বৎসরের অডিট কার্য সম্পাদনের সময় হিসাবরক্ষণ শাখা একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করেছে। যা পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ৬০০-র অধিক সদস্যের হিসাব সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া এবং হাতে লেখা রেজিস্টারে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। যদিও এক্ষেত্রে বর্তমান হিসাবরক্ষণ শাখার কর্মকর্তাগণের সঠিক হিসাবরক্ষণের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান বৎসরে সদস্যদের কাছ থেকে মোট আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,২৩৪,৩৩৪ টাকা, এবং বৎসরান্তে সদস্যদের নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ হয়েছে ৪১,২৩৪,৯০২ টাকা।

সদস্যদের রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ, সময়মতো হালনাগাদ করা এবং বকেয়া আদায় প্রক্রিয়ার সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি আধুনিক সফটওয়্যার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হলো। উল্লেখ্য, J U Ahmed & Co., Chartered Accountants-এর পার্টনার জনাব আমজাদ চৌধুরী একজন আইটি বিশেষজ্ঞ হওয়ায়, এই বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে ভবিষ্যতে আলোচনার সুযোগ বিদ্যমান। এ ধরনের সফটওয়্যার প্রবর্তন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতাকে আরও উন্নত করবে।

৪. অডিট টিম কর্তৃক এস্টেট অফিসারের নিকট চলতি ও নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নলিখিত ছকে প্রদানের জন্য চাহিদা প্রদান করা হয়েছিল।

এই তথ্যের মাধ্যমে মামলার বর্তমান অবস্থা, নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর বিস্তারিত এবং সেগুলির আর্থিক প্রভাবের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে, যা সমিতির মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঠিক মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমিক নং.	মামলার বিস্তারিত	মামলা নং ও তারিখ	যে কোর্টে মামলা চলমান	বাদীর নাম	বিবাদের নাম	মামলা নিষ্পত্তির পূর্বপর্যন্ত আনুমানিক শুনানির সংখ্যা	সমিতির পক্ষে মামলার রায় আসার সম্ভাবনা	মন্তব্য

পর্যবেক্ষণঃ

যদিও উপরোক্ত ছকে মামলার বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হয়েছিল, তবে এটি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই তথ্যের অভাব প্রতিষ্ঠানের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঠিক পর্যালোচনা এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে। অডিট টিম সুপারিশ করে যে, এস্টেট অফিসার কর্তৃক দ্রুত সময়ের মধ্যে উক্ত তথ্য প্রদান করা উচিত, যাতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে কোন বাধা না আসে এবং যথাযথ হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়।

অধিকতর অনুসন্ধানে জানা যায় যে সমিতির বর্তমানে ৩৫ টি মামলা চলমান আছে এবং ১২ টি মামলা এযাবৎ নিষ্পত্তি হয়েছে।

৫. অডিট টিম কর্তৃক এস্টেট অফিসারের নিকট সমিতির নামে মোট জমির বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়।

পর্যবেক্ষণঃ

অনুসন্ধানে জানা যায় যে বর্তমানে সমিতির আওতাধীন ৩২.৭০ একর জমি আছে। নিম্নোক্ত ছকে এর বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হয়েছিল যা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এই তথ্যের অভাব সমিতির জমি সংক্রান্ত সঠিক পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে। অডিট টিম দ্রুত সময়ের মধ্যে উক্ত জমির বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত এর জন্য সুপারিশ করে, যাতে জমির ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের যথাযথ মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	প্রকার	পরিমাণ (শতাংশ)	ক্রয় মূল্য	ক্রয়ের তারিখ	মৌজা	সর্বশেষ খাজনা পরিশোধের তারিখ	নাম জারি হয়েছে কি না	মামলা আছে কিনা	মন্তব্য

উপরোক্ত চাহিদার বিপরীতে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া গিয়েছে।

প্রকার/ বর্তমান ব্যবহার	**জমির পরিমাণ**
বড় লেক	৩.২৪ একর
ছোট লেক	২.৩২ একর
উন্মুক্ত জায়গা	৩.৭১ একর
পাম্প হাউস	০.৪৭ শতাংশ
রাস্তা	১৮.৮৯ একর
অরুনাপল্লী অফিস	১৪ শতাংশ
কবরস্থান	৬৯ শতাংশ
বড় লেকের পাশে জমি	৩.২৪ একর
সর্বমোট	**৩২.৭০ একর**

৬. অডিট টিম গৃহনির্মাণ ঋণ, কর্মচারী ঋণ ও অগ্রিম প্রদানকৃত খরচের আদায়/ সমন্বয় সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেছে।

পর্যবেক্ষণঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিশোধিত না হওয়া ঋণ সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ঋণ পুনরুদ্ধার করেছে। এই উদ্যোগগুলি সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গৃহনির্মাণ ঋণের বিপরীতে ২৪৩,৮৬২ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, কর্মচারী ঋণ হিসেবে ২৪০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং সমস্ত কর্মচারী ঋণ নিয়মিতভাবে মাসিক বেতন পরিশোধের মাধ্যমে সমন্বিত হয়েছে।

৮. অডিট টিম বিগত বছরের বকেয়া ভিত্তিতে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনুসন্ধান ও আহরণের লক্ষ্যে হিসাবরক্ষণ শাখার নিকট চাহিদা প্রদান করেছে।

মন্তব্যঃ

হিসাবরক্ষণ বকেয়া ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার প্রাথমিক কাজ শুরু করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে, তবে প্রদান করা তথ্যগুলো সমিতির বকেয়া ভিত্তিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই বিষয়ে হিসাবরক্ষণ শাখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্যোগ সমিতির আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের প্রক্রিয়া সহজতর করেছে এবং সঠিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে।

৯. হিসাব রক্ষণ বিধিমালা ও ক্রয় বিধিমালা এর খসড়া প্রস্তুত করণ।

মন্তব্যঃ

বর্তমানে সমিতির হিসাব রক্ষণ শাখা সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুসারে হিসাবরক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ করে থাকে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাব তালিকা ও হিসাব রক্ষণ বিধিমালা সমিতির সুষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। অনুমোদিত হিসাবরক্ষণ বিধিমালা ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ৫৭(২) এবং বিধিমালার সাথে সংযুক্ত ফরম ১১ এর আলোকে একটি খসড়া হিসাব তালিকা ও আন্তর্জাতিক হিসাব মান ও প্রচলিত হিসাব রক্ষণ চর্চার আলোকে খসড়া হিসাব বিধিমালা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অতিসত্বর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমতি সাপেক্ষে পণ্য ও সেবার ক্রয় অথবা আহরণের বিধান রয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ৪৬(৪) হইতে বিধি ৪৬(৭) এ বর্ণিত নিয়ম অনুসারে একটি ক্রয় বিধিমালা প্রণয়ন করে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অতিসত্বর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০. আয়কর আইনের প্রতিপালন

পর্যবেক্ষণঃ

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ আয়কর আইনের অধীন করদাতা হিসেবে নিবন্ধিত (টি আই এনঃ ১৫৬৮৫৭২২৮৭২৬ আয়কর সার্কেল ২৫৭-সাভার, কর অঞ্চল ১২, ঢাকা)। আয়কর আইন ২০২৩ এর নিয়মাবলী অনুসারে সোসাইটি ১৫% হারে আয়কর প্রদানে বাধ্য। এর ব্যত্যয়ে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর উপর জরিমানা ও বকেয়া সুদ ধার্য হবে।

J U Ahmed & Co., Chartered Accountants এর সহায়তায় যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন জমার সুপারিশ করা হলো।

উল্লেখ্য যে সমিতির আয়কর রিটার্ন এখনো পর্যন্ত জমা করা হয়নি।

J U Ahmed & Co.
Chartered Accountants

উপসংহারঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উপরের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে সমিতির উন্নতি নিশ্চিত করা যায়। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তারা সমিতির আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতি রক্ষা করতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতে আরও কার্যকরী তহবিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ এবং প্রযুক্তির উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে, সমিতির সংস্থানগুলি আরও সুচিন্তিতভাবে পরিচালিত হতে পারে, যা সমিতির সদস্যদের জন্য আরও উপকারী এবং টেকসই ফলাফল বয়ে আনবে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহসহ একটি পৃথক বিস্তারিত প্রতিবেদন, হিসাব রক্ষণ বিধিমালা এবং ক্রয় বিধিমালার খসড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশসমূহের অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ বাস্তবায়ন নির্বাহী কমিটিকে সমিতির আর্থিক রিপোর্টিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য সফলভাবে অর্জনে সহায়ক হবে।

আমরা এই ব্যবস্থাপনা কমিটি, অডিট উপকমিটি এবং হিসাবরক্ষণ দলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের সহায়তা এবং সহযোগিতা ছাড়া এই নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। তাদের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, যা এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ধন্যবাদান্তে

আমজাদ চৌধুরী, এফ.সি.এ.
পার্টনার
J U Ahmed & Co.
Chartered Accountants